# চিনিকলের নামঃ শ্যামপুর সুগার মিলস্ লিঃ।
# অবস্থানঃ শ্যামপুর, উপজেলাঃ বদরগঞ্জ, জেলা- রংপুর।
# প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৬৪খ্রি.। মাড়াই শুরুঃ ১৯৬৭-৬৮খ্রি.।
# চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতাঃ ১০১৬০ মেঃ টন।

**# চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি (সকল যন্ত্র পাতির ছবিসহ) :**

**# কল এলাকার মোট আয়তনঃ** ৯৯.০০ একর।

**# মোট চাষের জমির পমিমাণঃ** ২০১৭-১৮ রোপণ মৌসুমে ৪৮০০.০০ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে।

**# চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো নিমণরূপঃ**

- ডিলারের মাধ্যমে।
- সংরক্ষিত খাত।
- রেশন খাত।
- ফ্রি সেল।

**প্যাকিং এর ধরণ নিম্নরূপঃ**

- ৫০ কেজির বস্তা।
- ১ কেজি ও ২ কেজির প্যাকেট।

## আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

**# চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহঃ**

**ভূমিকাঃ** বর্তমানে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের মিলগুলি লাভজনক না হওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। কিন্তু বাজারে চিনির দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারী পর্যায়ের চিনির গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া মিলের উৎপাদিত চিনি প্রাকৃতিকভাবে প্রস্তুতকৃত ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত। সুগার মিলগুলি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্থ সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে দীর্ঘদিন ধরে ভূমিকা রেখে আসছে।

বর্তমানে সুগার মিলসগুলোকে লাভজনক করতে হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাই প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন/বহুমুখীকরণসহ নিজস্ব জমিতে অন্যান্য শিল্প কারখানা স্থাপনের বিকল্প নেই। অত্র শ্যামপুর সুগার মিলস লিঃ'কে টেকসই করতে নিম্নেবর্ণিত পস্তাবনাসমুহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

**# মিলের বিরাজমান গুরুত্বপূর্ন কিছু মেশিনারী প্রতিস্থাপনঃ**

মিল প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ/বি সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন ও ক্লারিফাইয়ার ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ন অবস্থায় চলছে ও মেশিনগুলোর কার্যক্ষমতা অনেক কমে গেছে। ফলে চিনি আহরণ হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লিখিত মেশিনারীসমুহ অধিক কার্যক্ষমতা সম্পন্ন মেশিনারী দ্বারা প্রতিস্থাপন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

ক) **এ-সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপনঃ** পুরাতন এ-সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনের পরিবর্তে নতুন ২ টি ব্রন্ড ব্যান্ড সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন স্থাপন করা যায়।

খ) **বি-সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপনঃ** পুরাতন ব্যাচটাইপ বি-সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনের পরিবর্তে ১ টি কন্টিনিউয়াস বি-সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন (হ্যানলিম্যান ব্র্যান্ড) স্থাপন করা যায়।

গ) **সি-সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনঃ** উৎপাদন প্রক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য ১ টি অতিরিক্ত কন্টিনিউয়াস সি-সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন (হ্যানলিম্যান ব্র্যান্ড) স্থাপন করা যায়।

ঘ) **ক্লারিফাইয়ার (ডোর) প্রতিস্থাপনঃ** পুরাতন ক্লারিফাইয়ার এর পরিবর্তে অত্র মিলের জন্য ১ টি শর্ট রিটেনশন টাইম এর আধুনিক ক্লারিফাইয়ার স্থাপন করা যায়।

**# বাই প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশনঃ**

ক) **ডিস্টিলারী প্লান্টঃ** অত্র মিলের এবং আশেপাশের মিলের উৎপাদিত মোলাসেস দিয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যালকোহল/ফরেন লিকার তৈরীর জন্য একটি ডিস্টিলারী প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে।

খ) **বায়ো ফার্টিলাইজার প্লান্টঃ** অত্র মিলের এবং আশেপাশের মিলের উৎপাদিত ফিল্টার কেক দিয়ে উন্নত মানসম্পন্ন বায়ো ফার্টিলাইজার তৈরীর জন্য একটি বায়োফার্টিলাইজার প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে। যা রাসায়নিক সারের পরিবর্তে অত্র এলাকার জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ করবে।

**# নিজস্ব জমিতে অন্যান্য শিল্প স্থাপনঃ**

ক) **সুগার কেইন জুস প্লান্টঃ** বর্তমান বিশ্বে বোতলজাতকৃত আখের রস অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত হওয়ায় কারখানার পাশে অতিরিক্ত জায়গায় চুইং ভ্যারাইটির আখ ব্যবহার করে একটি সুগার কেইন জুস প্লান্ট স্থাপন করা যায়।

খ) **কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্টঃ** যেহেতু পাশ্ববর্তী ফুলবাড়িতে কয়লা খনি আছে, কাজেই পরিবহন খরচ কম হবে বিধায় অত্র মিলের নিজস্ব জমিতে ৫০/১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে।

**সমস্যা সমুহঃ**

১) সময়মত চাষীদের সরবরাহকৃত আখের মূল্য পরিশোধ করতে না পারা।
২) সময়মত চাষীদের উপকরণ সরবরাহ করতে না পারা।
৩) আর্থিক সংকটের কারণে কারখানা ও গ্যারেজের যান্ত্রিক মেরামত কাজ সময়মত সম্পন্ন করতে না পারা।
৪) মিলে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাস শেষে বেতন ভাতাদী প্রদান করতে না পারা।
৫) প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাব।

**সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তাবনা সমুহঃ**

(১) সময়মত চাষীদের সরবরাহকৃত আখের মূল্য প্রদান করতে হবে।
(২) সময়মত চাষীদের উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।
(৩) সময়মত কারখানা ও গ্যারেজের যান্ত্রিক মেরামতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
(৪) মিলে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাস শেষে বেতন ভাতাদী প্রদান করতে হবে।
(৫) প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

**# চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমুহ বিস্তারিতঃ** আখ একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল এবং মাড়াই মৌসুমে মিলে আখ সরবরাহের পর আখের মূল্য চাষীরা সময়মত না পাওয়ার কারণে দিন দিন এই ফসলের প্রতি

চাষীদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। ফলে আখ চাষ কম হচ্ছে। এছাড়া মেয়াদ উত্তীর্ণ কারখানার কারণে চিনি আহরণ হার কম হচ্ছে।

**উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে সকল উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছিলঃ** উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আখের মূল্য বৃদ্ধি করে সময়মত চাষীদের সরবরাহকৃত আখের মূল্য প্রদান করা গেলে আখ চাষ বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

**# স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং করণিয়ঃ** আখের চাষ বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়ভাবে উঠান বৈঠক, দলীয় সভা, চাষী সম্মেলন করা হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

# ইক্ষু ক্ষেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তা সমূহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষ হতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে(ছবিসহ)ঃ অধিকাংশ রাস্তা উন্নতমানের।

# ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। (ছবিসহ)ঃ ছবি সংযুক্ত।

**ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রসমূহে ডিজিটাল ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে আখ ক্রয় করা হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের জন্য কেন্দ্রে সার্বক্ষনিক খালি ট্রলি রাখা হয় যাতে চাষীদের আখ কেন্দ্রে ওজন হওয়া মাত্র ট্রলিতে বোঝাই করা যায়।**

# চিনি বিপণনে সমস্যা সমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

চিনি বিপণনে সমস্যা সমূহ নিমণরূপঃ

সরকারি চিনিকল সমূহ মূলত ডিলারের মাধ্যমে চিনি বিপণন করেন। ডিলারগন বে-সরকারি চিনিকল/রিফাইনারি সমূহ বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিত চিনির দর পরিবর্তন করায় প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে চিনি বিক্রয় করতে না পারায় মিল থেকে চিনি উত্তোলন করে না।
**উত্তরণের উপায়ঃ** বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিত চিনির দর পুনঃ নির্ধারণ। ১/২ কেজি, ১ কেজি ও ২ কেজি প্যাকেট জাত চিনি বিপণনে অধিক গুরুত্বারোপ।

# চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণঃ
চিনিকলের অধীন চাষাবাদ যোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য পেঁপেঁ বাগান, সব্জী বাগান, আম বাগান, নারিকেল বাগান এবং ড্রাগণ ফলের বাগান করা হয়েছে।

## চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

**কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?**

**চিনিকলের বাইপ্রোডাক্টের নাম ঃ**

- মোলাসেস(চিটাগুড়)
- ব্যাগাস (আখের ছোবড়া)
- ফিল্টার কেক (প্রেস মাড) ।

**বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণঃ**

| ক্রঃ নং | মাড়াই মৌসুম | মোলাসেস(চিটাগুড়) (মেঃ টন) | নীট আয় (লক্ষ টাকা) | ব্যাগাস (আখেরছোবড়া) ( মেঃ টন) | ফিল্টার কেক (প্রেস মাড) (মে.টন) |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ২০১৭-২০১৮ | ১৬৯১ | ১৪৪.৪৭ | ১৫১৮৮ | ১৩৮০ |
| ০২ | ২০১৬-২০১৭ | ১৯৫৫ | ৯২.১৮ | ১৭৫৯০ | ১৫৫৪ |
| ০৩ | ২০১৫-২০১৬ | ১৩৩২ | ১২৪.৬২ | ১১৮৮৫ | ১০৫৪ |
| ০৪ | ২০১৪-২০১৫ | ১৯২৩ | ১১৫.৯৬ | ১৭২৬৬ | ১৫২৭ |
| ০৫ | ২০১৩-২০১৪ | ২৯৬০ | ২৩৫.৬৩ | ২৬৮০৭ | ২৩৫৯ |
| ০৬ | ২০১২-২০১৩ | ২১৭০ | ২৩৭.২৭ | ১৯৫১০ | ১৭২৭ |
| ০৭ | ২০১১-২০১২ | ১৩৬৯ | ১১০.১৯ | ১২২৪৮ | ১০৯৬ |
| ০৮ | ২০১০-২০১১ | ২০১২ | ২৪৭.০৯ | ১৭৭৭২ | ১৫৮৬ |
| ০৯ | ২০০৯-২০১০ | ১১৭৮ | ৩০৫.২০ | ১০৪২৮ | ৯১৬ |
| ১০ | ২০০৮-২০০৯ | ১২৪৭ | ২৬৬.৩০ | ১১০৩৮ | ৯৩৯ |

উল্লেখ্য, আখের ছোবরা উৎপাদন মৌসুমে মিল পরিচালনায় জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

**# দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি কি?**

**দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রতি বছর নিজস্ব ট্রেনিং কমপ্লেক্স-এ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের** ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া অমৌসুমে কারখানার মেরামতি কাজের সময় বিভিন্ন ইউনিটে কারখানার কর্মকর্তা এবং সিনিয়র স্টাফগণ তাদের অধিনস্থ জনবলকে নিয়মিত বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

# চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অত্র মিলের মেডিকেল সেন্টারের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে। তাদের যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং মিলস্ কলোণীতে আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

# অত্র চিনিকলে সিবিএ এর সংখ্যা ০১ টি এবং তাদের সদস্য সংখ্যা ১১ জন।

# চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)।

| ক্রঃ নং | মাড়াই মৌসুম | রাজস্ব খাতে জমাকৃত লক্ষ টাকা |
|---|---|---|
| ০১ | ২০১৭-২০১৮ | ৫৩.৪০ |
| ০২ | ২০১৬-২০১৭ | ৩১.৭০ |
| ০৩ | ২০১৫-২০১৬ | ৪৮.৩২ |
| ০৪ | ২০১৪-২০১৫ | ৪৮.৫৮ |
| ০৫ | ২০১৩-২০১৪ | ৭৩.৪০ |
| ০৬ | ২০১২-২০১৩ | ১০৯.৪৮ |
| ০৭ | ২০১১-২০১২ | ৭১.৯০ |
| ০৮ | ২০১০-২০১১ | ১০৫.০২ |
| ০৯ | ২০০৯-২০১০ | ১১৪.১১ |
| ১০ | ২০০৮-২০০৯ | ১০৫.৬০ |

## চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

# চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

অত্র মিলে ১৯৬৭-৬৮ সালে উৎপাদন শুরু হয়েছে। বর্তমানে ৫২ তম মাড়াই মৌসুম চলছে। নিয়মানুযায়ী মিলের মেশিনারীসমুহের আয়ুস্কাল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তথাপি মিলটির বিএমআরই করা গেলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার লস কমায়ে চিনি আহরণের হার কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মেশিনারীসমুহের বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করা হলো।

| ক্রঃ নং | হাউজের নাম | যন্ত্রপাতিসমুহের বর্তমান অবস্থা | মমন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১ | মিল হাউজ | ক) ১ ও ২ নং নাইফ হোল্ডার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। | নতুন তৈরী করা হবে। |
| | | খ) ১ নং মিলের হেড স্টক বডির ক্র্যাক মেরামত করে চালানো হচ্ছে। | প্রতি বছরই ক্র্যাক করে ও মেরামত করা হয়। |
| | | গ) রিডাকশন গিয়ারের ৮ (আট) টি'র টিথসমুহের ব্যাক স্লাশ অপটিমাম এর চেয়ে বেড়ে গেছে। | ঝুকিপূর্ণভাবে চালানো হচ্ছে। নতুন তৈরীর করা হবে। |
| | | ঘ) মিল রোলার বিয়ারিং (হায়াইট মেটাল) এ গ্রীজিং দ্বারা লুব্রিকেশন করা হয়। এতে যথাযথ লুব্রিকেশন সম্ভব হয় না। | গ্রীজ এর পরিবর্তে ওয়েল পাম্প দ্বারা ওয়েল লুব্রিকেশন করার প্রস্তাবনা অনুমোনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ২ | বয়লার হাউজ | ক) ৩ নং বয়লারের ওয়াটার টিউবসমুহের ওয়াল থিকনেস কমে গিয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। চলমান মৌসুম অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণভাবে চলছে। | আগামী ২০১৯-২০ মাড়াই মৌসুমের পূর্বে বর্ণিত টিউবসমুহ পরিবর্তন করা হবে। |
| | | খ) ১, ২ ও ৩ নং বয়লার ফার্নেসের পিছনের ওয়াল ব্যাকসাইডে বেঁকে গেছে। | বর্ণিত ওয়ালসমুহ পর্যয়ক্রমে ভেঙ্গে নতুন তৈরী করা হবে। |
| | | গ) দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত কেমিক্যাল ডোজিং পাম্পটি কার্যপযোগী নেই। | মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেরামত করা সম্ভব না হলে নতুন ক্রয় করা হবে। |
| ৩ | টারবাইন হাউজ | ক) দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত আরপিএম মিটার ৪ (চার) টি অকেজো হয়েছে। লুব ওয়েল প্রেশার দেখে দেখে টারবাইন চালানো হয়। | ফরেন ইনডেন্ট এর মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| | | খ) ১ নং মিল টারবাইনের রোটর শ্যাফট কার্বন গ্লান্ড প্যাকিং এর জায়গায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। স্পেয়ার রোটর শ্যাফট না থাকায় ঝুকিপূর্নভাবে টারবাইন চালানো হচ্ছে। | ফরেন ইনডেন্ট এর মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ৪ | বয়লিং হাউজ | ক) মিল স্থাপনার ১ নং ইনজেকশন পাম্প (পুরাতন) এর মটর পুড়ে গেছে। ২ নং ইনজেকশন পাম্প চালু আছে, যেটির সমস্যা হলে সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উৎপাদন ব্যহত হবে। | উপযুক্ত ক্ষমতার নতুন মটর ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | খ) ডোর এর তলা ও সাইড প্লেট এর থিকনেস কমে গিয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। | ডোর এর তলা ও সাইড প্লেট পরিবর্তনের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। |
| | | গ) এ ও বি সেন্ট্রিফিউলগাল মেশিনসমুহ দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় কার্যক্ষমতা অনেক কমে গেছে। | আধুনিক মেশিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা আবশ্যক। ফরেন ইনডেন্ট এর মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| | | ঘ) সি কন্টিনিউয়াস সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন ১ (এক) টি স্পেয়ার নেই। | ১ (এক) টি মেশিন হওয়ায় সমস্যা হলে, সমস্যা সমাধান সময়সাপেক্ষ হওয়ায় উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। ফরেন ইনডেন্ট এর মাধ্যমে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |
| ৫ | ওয়ার্কসপ | ক) লেদমেশিনসমুহ দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় কার্যক্ষমতা অনেক কমে গেছে। | আধুনিক মেশিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করা আবশ্যক। ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। |

**# আধুনিকায়নের পদক্ষেপ :** অদ্যাবধি শ্যামপুর চিনিকল আধুনিকায়নের তেমন কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। শুধুমাত্র ২০১০-২০১১ সালে পুরাতন ব্যাচ টাইপ সি-সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন নতুন একটি কন্টিনিউয়াস মেশিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র মিলে বিএমআর করণের জন্য বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ইতিপূর্বে সদর দপ্তরে প্রেরিত হয়েছে।

## গবেষণাঃ

# শ্যামপুর চিনিকলে কোন আধুনিক গবেষণাগার নাই। শুধু প্রসেস নিয়ন্ত্রণ ও গুনগতমান পরীক্ষার জন্য একটি প্রচলিত ল্যাবরেটরী রয়েছে।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপঃ সদর দপ্তরের পূর্বের আরএন্ডডি/রিসার্চ সেল আধুনিকায়ন করে পূণরায় চালু করা যেতে পারে।

## চিনি নিতিমালা

# ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে ? চিনি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে চিনি নীতিমালায় ?

# বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে ?
বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিনির মূল্য নির্ধারণ ।

# বেসরকারি চিনিকলসমূহ সরকারের কাছে কি কি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারি চিনিকল সমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনাঃ
বেসরকারি চিনিকল সমূহ বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে চিনির মূল্য প্রতিনিয়ত নির্ধারণ করে থাকে। সরকারি চিনিকলসমূহের চিনির দর সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রতিনিয়ত বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনঃ নির্ধারণ করা হয় না।

## পরিবেশ সুরক্ষায় গৃহীত উদ্যোগ

শ্যামপুর চিনিকল হতে নির্গত তরল বর্জ্য আপাততঃ নিজস্ব লেগুনে আবদ্ধ থাকে যা আশে পাশের নদী বা জলাভূমিতে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইতোমধ্যে শ্যামপুর চিনিকলসহ অন্যান্য সকল চিনিকলে আধুনিক ইটিপি স্থাপনের জন্য একনেকে প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।